শৈলকুপায় অবৈধ ভাবে পাচারের সময় সার জব্দ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার চড়িয়ার বিল বাজার থেকে পাঁচারের সময় ১ হাজার কেজি সার জব্দ করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেছে কৃষি বিভাগ।

মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে এ সার জব্দ করা হয় এবং পরে তা স্থানীয় কৃষকদের মাঝে সরকারি মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, কুষ্টিয়ার বিত্তিপাড়া বাজার থেকে একটি ভ্যানে ১৫ বস্তা ডিএপি ও ৫ বস্তা টিএসপি সার শৈলকুপার ফুলহরি গ্রামের বিল্লাল হোসেনের বাড়িতে যাচ্ছিলো। চড়িয়ার বিল বাজারে পৌঁছালে স্থানীয় কৃষক ও বিএনপি নেতাকর্মীরা সার বোঝায় ভ্যান জব্দ করে পুলিশ ও কৃষি অফিসে জানায়। পরে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাকিব আহমেদ ঘটনাস্থলে এসে পুলিশের সহযোগীতায় সার জব্দ করে।

শৈলকুপার মির্জাপুর ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাকিব আহমেদ বলেন, আমরা এসে পুলিশের সহযোগীতায় সার জব্দ করেছি।

জব্দ করা সার স্থানীয় কৃষকদের মাঝে সরকারি মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে। সার বিক্রির টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা ও সার জব্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় লাইসেন্স ছাড়াই সার মজুত ও পাচারের অভিযোগে এক সার ব্যবসায়ীর গোডাউনে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এতে বিপুল পরিমাণ সার মজুতের প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সার ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম রাতের আঁধারে চোরাই পথে সার সংগ্রহ করে নিজের গোডাউনে মজুত করতেন। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বস্তা ডিএপি সারের দাম ১,০৫০ টাকা হলেও তিনি তা ১,৫০০ টাকায় মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় পাচার করতেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের একটি স-মিলের সামনে সন্দেহজনকভাবে চলাচলকারী একটি লাটাহাম্বা গাড়ি স্থানীয় লোকজন থামিয়ে দেন। গাড়িটিতে থাকা ৫০ বস্তা ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়। পরে জানা যায়, এসব সার মিনারুল ইসলামের গোডাউন থেকে পাচারের জন্য নেওয়া হচ্ছিল।

পরদিন বুধবার দুপুরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ ওই গোডাউনে অভিযান চালান। কর্মকর্তারা জানান, সেখানে বিএডিসি বা বিসিআইসির কোনো বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই প্রায় এক হাজার বস্তা ডিএপি, টিএসপি, ইউরিয়া ও অন্যান্য সার মজুত পাওয়া যায়।

অভিযানের সময় স্থানীয় সার সিন্ডিকেটের কয়েকজন লোক ঘটনাস্থলে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। তাঁরা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিনারুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং উদ্ধার হওয়া ৫০ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেন। উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া সার ব্যবসা এবং সার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ বলেন, মিনারুল ইসলামের নামে কোনো লাইসেন্স নেই। তিনি অবৈধভাবে সার ব্যবসা করছেন। কৃষক সাজিয়ে তাঁর লোকজন আমাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। সিন্ডিকেটে যারা জড়িত থাকুক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় কৃষকেরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সার পাচার বন্ধ না হলে ন্যায্যমূল্যে সার পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। প্রশাসনের এ অভিযান তাঁদের কাছে আশার বার্তা হয়ে এসেছে।

আলমডাঙ্গায় ডিএপি সার পাচারের সময় আটক, কৃষকদের ক্ষোভ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৩০ বস্তা ডিএপি সার পাচারের সময় স্থানীয় জনতা এক ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকসহ সারগুলো আটক করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মহেশপুর মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের মিনারুল ইসলাম সরকারি বরাদ্দের ৩০ বস্তা ডিএপি সার অবৈধভাবে বিক্রি করেন গোপীবল্লভপুর বাজারের ব্যবসায়ী জিনারুল ইসলামের কাছে। পাচারের উদ্দেশ্যে সার বোঝাই ইজিবাইকটি মহেশপুর মোড়ে পৌঁছালে গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ে। এ সময় স্থানীয় জনতা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আবুল বাসারের সহযোগিতায় সারগুলো জব্দ করে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসে জমা দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় কৃষকেরা অভিযোগ করেন, সরকারি বরাদ্দের সার প্রকৃত কৃষকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ডিলারদের কাছ থেকে সার কিনে বেশি দামে বিক্রি করছেন। ফলে কৃষকেরা নিয়মিত সার সংকটে পড়ছেন।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের কৃষক কবির হোসেন বলেন, “ভুট্টা রোপণের মৌসুম চলছে। তিন দিন ধরে সার পাওয়ার জন্য ডিলার পয়েন্টে ঘুরছি, তবুও পাইনি। বলছে সার নাই।” অন্য এক কৃষক অভিযোগ করেন, “কৃষি অফিস বলে পর্যাপ্ত সার আছে, অথচ ডিলারের কাছে গেলে বলে শেষ। তাহলে আমরা সার পাব কবে?”

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম জানান, ডিলার পয়েন্টে সার শেষ হয়ে গেছে। উপজেলা কৃষি অফিসের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এদিকে স্থানীয় কৃষকেরা অভিযোগ তুলেছেন—যখন মাঠে চাষাবাদের মৌসুম, তখন এই ধরনের অবৈধ সার পাচারের ঘটনা প্রমাণ করে যে, তদারকিতে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। তাঁরা দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

বলে জানান, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন।

দেশে পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিএনপি সরকার দরকার

আলমডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে পথসভা ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, শামসুজ্জামান দুদু। বিএনপি এখনো কাউকে নমিনেশন দেয়নি। তবে ধানের শীষের পক্ষে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। তিনি বলেন, “বিএনপি সরকার গঠন করলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন।”

গতকাল বুধবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর, আসমানখালী, হারদি ইউনিয়ন বিএনপি’র উদ্যোগে আয়োজিত পৃথক এক পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী এবং গ্রামীণ জনতার ব্যাপক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ সভায় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, “চুয়াডাঙ্গা ও আলমডাঙ্গা অঞ্চলে এখনো অনেক সমস্যা বিরাজ করছে। আমি বিগত দুইবার এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। জনগণের উন্নয়নে কাজ করেছি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থেকে শুধু দুর্নীতি আর লুটপাট করেছে।”

তিনি অভিযোগ করেন, “আওয়ামী লীগ সরকার দেশের প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। সেই টাকা ফেরত আনা এবং দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি’র সরকার গঠন করা ছাড়া বিকল্প নেই।”

আওয়ামী লীগকে তীব্র সমালোচনা করে বিএনপি’র এই নেতা আরও বলেন, “আওয়ামী লীগ কত বড় চোরের দল, তা শেখ হাসিনা গত ১৬-১৭ বছর ক্ষমতায় থেকে প্রমাণ করেছে। দেশের মানুষ আজ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে। তাই মানুষের মুক্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।”

সমাবেশের শেষে শামসুজ্জামান দুদু নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, “আগামী নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মানুষ যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, তবে ধানের শীষের বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।”

সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ্যাড: ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, শহিদুল ইসলাম রতন, এ্যাড: শামিম রেজা ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, বুরহান উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আশরাফ বিশ্বাস মিল্টু, সহ-সভাপতি মাগরিবুর রহমান প্রমুখ।

কুমিল্লার ১০ পয়েন্ট দিয়ে ইলিশ পাচার হচ্ছে ত্রিপুরায়

কুমিল্লা সীমান্তের ১০টি পয়েন্ট দিয়ে চাঁদপুরের ইলিশ পাচার হচ্ছে ত্রিপুরায়। এভাবে প্রতি রাতে বিপুল পরিমাণ ইলিশ যাচ্ছে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায়। এতে একদিকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার, অন্যদিকে স্থানীয় ভোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এদিকে, ভরা মৌসুমেও স্থানীয় বাজারে ন্যায্যমূল্যে মিলছে না ইলিশ। তবে কুমিল্লার বাজার থেকে কম দামে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরের বাজারে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কয়েক বছর আগেও জেলার বাজারগুলো চাঁদপুরের মৌসুমি ইলিশে ভরপুর থাকত। কিন্তু সম্প্রতি চোরাকারবারি নেটওয়ার্কের কারণে ভরা মৌসুমেও বাজারে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ মিলছে না। প্রতিদিনই চোরাকারবারি সিন্ডিকেটগুলো আড়ত থেকে বেশির ভাগ ইলিশ ওপারে পাচার করে দিচ্ছে। বাজারে ঢোকার আগেই অধিকাংশ ইলিশবাহী পিকআপ সীমান্তের দিকে চলে যাচ্ছে। বাজারে ইলিশের সংকটের কারণে ফড়িয়া বিক্রেতারা চড়ামূল্যে বিক্রি করছে। এতে জাতীয় মাছের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেলার নিম্নআয়ের মানুষ।

সূত্র জানায়, প্রতিদিন চাঁদপুরের বিভিন্ন ঘাট, একই জেলার হাইমচর এবং লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ইলিশ আসে কুমিল্লার আড়তগুলোতে। এর বেশির ভাগই চোরাকারবারি সিন্ডিকেটগুলো কিনে নেয়। সন্ধ্যার পর ইলিশবাহী বহু পিকআপ সরাসরি কুমিল্লার ভারত সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে চলে যায়। সদর দক্ষিণ উপজেলার মথুরাপুর, যশপুর, মুড়াপাড়া, দলকিয়া, আদর্শ সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর, বড়জ্বালা, খাড়েরা, বুড়িচং উপজেলার তেলকুপি বাজার, ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল, সংকুচাইল, আশাবাড়ী সীমান্ত দিয়ে বেশ কয়েকটি সিন্ডিকেট এসব ইলিশ পাচার করছে। এতে জড়িতরা অধিকাংশই মাদককারবারি। ফলে তারা ইলিশের বিনিময়ে ওপার থেকে মাদক নিয়ে আসছে।

সরেজমিন সীমান্তের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় গিয়ে কথা হয় স্থানীয় বেলাল হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রতি রাতে ৪-৫টি পিকআপ এখানে আনলোড করা হয়। বরফে ঢাকা সাদা ককসিটে মোড়ানো ইলিশ কেরিং ম্যানরা নিয়ে যায় সীমানার ওপারে ত্রিপুরায়। তারা বর্ডার কন্টাক্ট করেই এসব মাছ পাচার করে থাকে।

বড়জ্বালা সীমান্ত এলাকার খলিলুর রহমান বলেন, যে পরিমাণ ইলিশ ভারতে পাচার হয় সেগুলো আমাদের বাজারে থাকলে ৫০০ থেকে হাজার টাকা কেজিতে ইলিশ পাওয়া যেত। শুনেছি সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরার বিভিন্ন বাজারে আমাদের কুমিল্লার চেয়ে কম দামে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। সদর দক্ষিণ উপজেলার দলকিয়া সীমান্তের বাসিন্দা এনামুল হক বলেন, সীমান্তের ওপারের লোকজনের সঙ্গে আমাদের কথা হয়। তারা বলছে, তাদের ওখানে স্থানীয় বাজারে ৮-৯শ রুপি কেজি দরে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে। প্রতিদিন প্রচুর ইলিশ ভারতে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে আসছে গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ নানা চোরাই পণ্য। আইনশৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিতরা এর সবই জানে। এগুলো বলে আমরা বিপদে পড়তে চাই না।

এ বিষয়ে কুমিল্লা ডিবির ওসি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, সীমান্ত দিয়ে ইলিশ পাচারের কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি। এতে সীমান্তমুখী সড়কগুলোতে টহল এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কুমিল্লা-১০ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ বলেন, সীমান্তের কোনো পয়েন্ট দিয়ে ইলিশ পাচারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমার কাছে নেই। আপনারা যদি তথ্য দেন তাহলে আমরা অভিযান পরিচালনা করব।

[redacted]

[redacted]

সরকারি ঔষধ পাচারের অভিযোগ স্টোর কিপার পলির বিরুদ্ধে

সরকারি ঔষধ বাহিরে পাচার করা, স্টক লেজার মেইনটেইন ও সার্ভে কমিটির কাছে রিপোর্ট না দেওয়াসহ নানা অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের স্টোর কিপারর নাসিমা পলির বিরুদ্ধে। এসকল অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে কারণ দর্শাণোর নোটিশ দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নাসিমা পলি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের এলএমএসএস গোলাম রহমানের খানের মেয়ে।

কয়েক দফায় কারণ দর্শাণোর নোটিশ দিলেও তিনি জবাব দেননি এবং সার্ভে কমিটির কাছে কোন রিপোর্ট পেশ করেননি। জবাব না পেয়ে গত ৭ আগষ্ট স্টোর কিপার নাসিমা পলিকে একদিনের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানের নোটিশ প্রদান করেন এবং না দিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোর কথা উল্লেখ করা হয়।

পরবর্তিতে গত ১৩ আগষ্ট তাকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শিয়ে আরও একটি নোটিশ প্রদান করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সে নোটিশে বলা হয়েছে, আপনি (স্টোর কিপার) হাসপাতালের সরকারি ওষুধ বাহিরে পাচার করেন। এছাড়া স্টক লেজার মেইনটেইন না করা ও সার্ভে কমিটির নিকট রিপোর্ট প্রদান না করার প্রমান আছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে তিন দিনের মধ্যে উপর্যুক্ত কারণ দর্শাণোর নোটিশ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের স্টোর কিপার নাসিমা সুলতানা চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৮৮ সালে। নাসিমা পলি যোগদানের পর ডেপুটেশনে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কয়েকবছর। পরে আবার স্বপদে ফেরেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে। সেই থেকে প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছেন একই কর্মস্থলে। কিন্তু সরকারি চাকরিতে একই কর্মস্থলে তিন বছরের বেশি থাকার বিধান নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতায় তিনি একই কর্মস্থলে থাকছেন যুগের পর যুগ। নাসিমা পলির আপন ভাই আব্দুর রহমান মন্টু একজন কুয়াক দন্ত চিকিৎসক। তার ওই ভাই ও হাসপাতালের কিছু দালালের মাধ্যমে সরকারি

ওষুধ বাহিরে পাচার করার অভিযোগ রয়েছেন নাসিমা পলির বিরুদ্ধে। মেহেরপুরের বিভিন্ন ওষূধের দোকানে পুলিশের অভিযানে সরকারি ওষুধ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এবং যেগুলো বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে।

হাসপাতাল এলাকার কয়েকজন ওষুধ দোকানদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, স্টোর কিপার নাসিমা পলি সরকারি ইনসুলিন, এন্টিবায়েটিকসহ বিভিন্ন সরকারি ওষুধ তার পছন্দের কিছু দোকানে বিক্রি করেন। হাসপাতালের হিসাবরক্ষক মীর হাবিবুর রহমানের যোগসাজশে তিনি এসকল অপর্কম করেন বলে অভিযোগ করেন তারা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হাসিব মো. জমির সাত্তার বলেন, স্টোর কিপার নাসিমা পলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে বলেও লাভ হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তার অপকর্ম থেকে পার পেয়ে যায়। তার কাছে রিপোর্ট চেয়ে নোটিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে গরমিল পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনা সীমান্তে ৪০ লক্ষ টাকার রুপার গহনা পাচারকালে স্বামী- স্ত্রীসহ আটক ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে প্রায় সাড়ে ৪০ লাখ টাকার ভারতীয় রুপার গহনাসহ স্বামী -স্ত্রীসহ ৩ চোরাকারবারীকে আটক করেছে ৬ বিজিবি।এ ঘটনায় বিজিবি বাদী হয়ে ৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করেছে মামলা।

জানাগেছে আজ শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি নেতৃত্বে অভিযান চালায় নাস্তিপুর গ্রামের হায়দারের বসতবাড়িতে।

এ সময় ৬ বিজিবির বাড়াদী বিওপি কমান্ডার নায়েক সুবেদার জাকির হোসেন ও সুলতানপুর ক্যাম্পের বিওপি কমান্ডার দুলাল হক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ সীমান্ত পিলার ৮০/৬-আর হতে আনুমানিক ২শ মিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাস্তিপুর ওয়াসিম বিশ্বাসের ঘর তল্লাশী করে। পরে বিজিবি সশস্ত্র টহল দল বর্ণিত ব্যক্তির বাসার ভিতর রক্ষিত ড্রেসিং টেবিলের নীচে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা অবস্থায় একটি গামছা দিয়ে বাধা পোটলা উদ্ধার করে।

উদ্ধারকৃত পোটলার ভিতর থেকে স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ২০টি প্যাকেট থেকে ২৩ কেজি ৪৭০ গ্রাম (২০১২ ভরি) ভারতীয় তৈরীকৃত রুপার গহনা জব্দ করে। যার আনুমানিক বাজার মৃল্য ৪০ লাখ ৩০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় বিজিবি সশস্ত্র টহল দল ৩ চোরাকারবারীকে আটক করে। আটককৃত চোরাকারবারী দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের মৃত হায়দোর আলীর ছেলে ওয়াসিম বিশ্বাস (৩৮) ওয়াসিম বিশ্বাসের স্ত্রী মোছাঃ রিমা খাতুন (২৭),ও একই গ্রামের মৃত হায়দোর আলীর স্ত্রী মোছাঃ আরবী খাতুন (৫৫),আটক করে। এ রুপার গহনা উদ্ধারের ঘটনায় বিজিবি পলাতক হিসাবে নাস্তিপুর গ্রামের শিমুল বিশ্বাসের স্ত্রী মোছাঃ সোনিয়া (৩০)ও আনছার আলীর ছেলে আমানত (৩২)কে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে।

আজ বাড়াদী ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার জাকির হোসেন বাদি হয়ে ৫ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে। ভারতীয় তৈরীকৃত রুপার গহনাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।